নিবোধত

৩৫ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১

'যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব'—যা কিছু কল্যাণকর ও শুভ তা-ই আমাদের নিকট উপস্থিত হোক।
(শুক্লযজুর্বেদসংহিতা, অধ্যায় ৩০, মন্ত্র ৩)

সূচিপত্র

অন্বেষা ১৮৩

পরিক্রমা ১৮৪

মাতৃপ্রসঙ্গ

চিরন্তনী মা ১৯১
প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য ১৯৬
প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

আগমনী

জননী, তোমার প্রতীক্ষায় ২০২
প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

মাতৃবন্দনা ১৮২, ২০৬

প্রসাদ

সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় * স্টেলা মুখোপাধ্যায়
আরণ্যক বসু * প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণা
নিতাই নাগ * সুমনা চৌধুরী
নিখিল চট্টোপাধ্যায়

দেবদেউল

হংসেশ্বরী মন্দির ও রানি শংকরী ২৪৯
দেবাশিস নন্দী

সম্পাদিকা : **প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা** ব্যবস্থাপক সম্পাদিকা : **প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা**

গ্রাহকের প্রতি

শ্রীসারদা মঠের মুখপত্র 'নিবোধত' দ্বিমাসিক পত্রিকা। বছরে ছয়টি সংখ্যা যথাক্রমে মে, জুলাই, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, জানুয়ারি ও মার্চ-এর ১ তারিখে প্রকাশিত হয়।

সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি পূজাসংখ্যা এবং জানুয়ারি সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা।

চাঁদার হার

এক বছরের জন্য : (সডাক) ১৩০ টাকা, (হাতবিলি) ১০০ টাকা

দু বছরের জন্য : (সডাক) ২৬০ টাকা, (হাতবিলি) ২০০ টাকা

তিন বছরের জন্য : (সডাক) ৩৮০ টাকা, (হাতবিলি) ২৮০ টাকা

ভারতের বাইরে : (বিমান ডাক) ২০০০ টাকা (এক বছরের জন্য)

আজীবন গ্রাহক (২৫ বছর) : ৫০০০ টাকা (এই অঙ্ক বহির্ভারতে প্রযোজ্য নয়)

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা স্থায়ী তহবিল : ৫১০০ টাকা থেকে আরম্ভ

১। চাঁদা পাঠাতে হলে ডিম্যান্ড ড্রাফট বা চেক-এ 'Sri Sarada Math' এই নামে পাঠাবেন।

২। মানি অর্ডার ফর্মের ঠিকানার অংশে লিখুন 'নিবোধত পত্রিকা', প্রযত্নে শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৭৬। নতুন গ্রাহক হলে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই' কথাটি মানি অর্ডার ফর্মে অবশ্যই উল্লেখ করুন।

৩। অনলাইন ট্রান্সফারের সুযোগ নিতে হলে ই-মেলে আপনার গ্রাহক নম্বর, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর জানান। নবীকরণের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

৪। পূজাসংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যা রেজিস্ট্রি করে পাঠানোর জন্য প্রতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪০ টাকা দিতে হবে।

কার্যালয় খোলা থাকার সময় (রবিবার, বুধবার বন্ধ)
সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো

কার্যালয় বিভাগের দূরভাষ : ২৫৪৪ ১৪২৪,
৬২৯০৬৪৯৫২৯

সম্পাদনা বিভাগের দূরভাষ : ৯৯০৩৪৯১৯২৯
যোগাযোগ : সকাল ১১টা—১২টা, বিকেল : ৪—৫টা

কার্যালয়ের ঠিকানা
নিবোধত পত্রিকা,
শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা - ৭০০ ০৭৬

ই-মেল :
nibodhatapatrika@gmail.com, nibodhata.despatch@gmail.com

রামকৃষ্ণায়ণ

মননে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৭
স্বামী সুহিতানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি ২০৮
প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈঠক ২২০
অজয়কুমার ভট্টাচার্য

মনে পড়ে

স্বামী ওঙ্কারানন্দ মহারাজের স্মৃতিতর্পণ ২৪৪
শ্যামলী ঘোষ

চিন্তন

'সকলেতে আমি আমাতে সকল' ২৭৩
প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

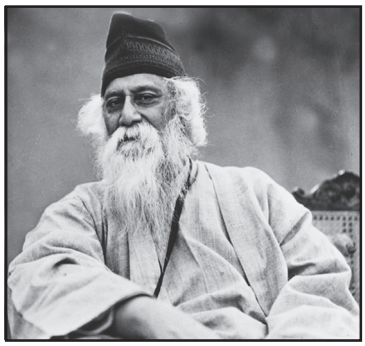

তুলি-কলম

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : এক অবিস্মরণীয় জীবনের স্বরলিপি ৩৪৫
স্বামী শিবপ্রদানন্দ

তুলসীমঞ্জরী ২৯২
অনিন্দিতা চক্রবর্তী

রবীন্দ্রমানসে পদ্মা ২৯৫
কর্ণিকা সেন

বিবেকমানস

স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ ২১৩
প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

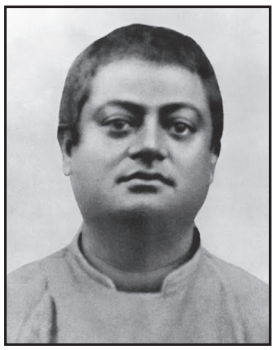

স্বামী বিবেকানন্দ এবং পাশ্চাত্যের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা ২৫২
পূর্বা সেনগুপ্ত

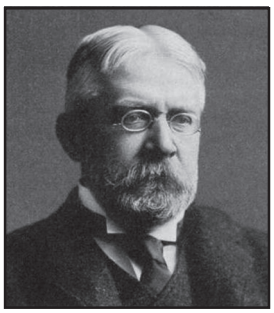

গবেষণা

কাশ্মীরে স্বামীজীর একটি আলোকচিত্র ২৩৯
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাতায়ন

কলকাতার 'রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান'টি : কিছু সংবাদ কিছু স্মৃতি ২২৭

স্বামী বলভদ্রানন্দ

'কীভাবে ভজিব তোমায়' ৩৭৩

দেবব্রত কবিরাজ ঠাকুর

মার্শাল আর্টের জনক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বোধিধর্ম্ম ৩৭৮

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

পথের টানে

হিমালয়পথে : তমসা উপত্যকা ও অচেনা হানোল ৩৮৩

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমহাবোধির দেশে ৩৫১

অরিন্দম চক্রবর্তী

কবিতাবলি ২৬০

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

বলদেব দাস

শ্রীনিবাস অধিকারী

মৌসুমী বসু

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

বীথি মুখোপাধ্যায়

ভ্যাল থোরেন্সের অভিজ্ঞতা ৩২৩

রাজর্ষি পাল

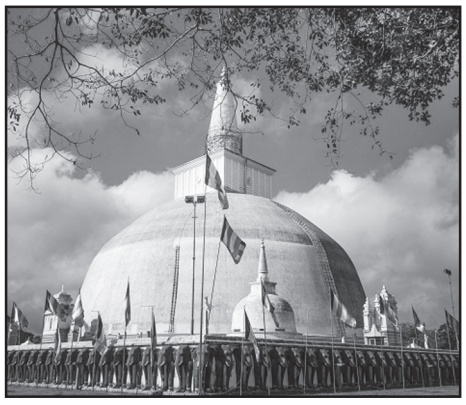

নিয়মিত বিভাগ

সঙ্ঘসংবাদ ৩৮৮

শ্রদ্ধাঞ্জলি

এবছরটি স্বনামধন্য বহু মানুষের জন্মের দুশোতম, দেড়শোতম ও শততম বর্ষ—
যাঁদের অবদান মানবসেবা-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সভ্যতাকে ঋদ্ধ করেছে।
এই সংখ্যা ধন্য হল তেমনই কয়েকজন মহাপ্রাণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা ৩০৭

প্রশান্ত দাঁ

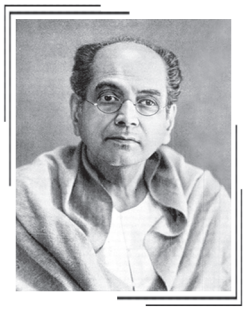

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন : এক অসামান্য জীবন ৩১২

সুমনা সাহা

যুদ্ধশেষের আলোকবর্তিকা : ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ২৬৩

কিংকরী দাস

সত্যজিৎ রায় : পথ নির্মাণের পাঁচালি ২৭৯

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

ইতিহাসের সামগ্রিকতা : অমলেশ ত্রিপাঠী ৩৩৫

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

পরিগ্রহণের সংস্কৃতি ও উৎপল দত্ত ৩৬৮

বিশ্বজিৎ রায়

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য ফণীশ্বরনাথ রেণু ৩৫৯

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

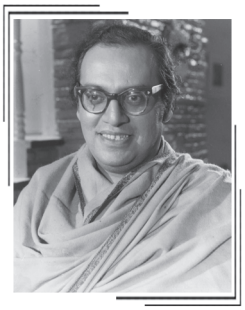

পুজোর প্রার্থনা : ১৪২৮

প্রসাদ

উহান থেকে উদয় হল উৎকট এক ভাইরাস,
জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে দিল অকালমৃত্যু, উৎত্রাস।
রক্তবীজের চেয়েও ভয়াল ভাইরাস এককোষী
শ্মশানমাঝে নৃত্য করে প্রাণঘাতী রাক্ষসী।

লকডাউনে সবার জীবন বদ্ধঘরেই বন্ধ,
জীবন থেকে হারিয়ে গেল প্রতিদিনের ছন্দ।
বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় দেখে মারণদৃশ্যে।
আশঙ্কা হয় মানবজীবন থাকবে না আর বিশ্বে।

পড়াশোনা, অর্থনীতি সব যে হল ধ্বস্ত!
রাহুগ্রস্ত সমাজজীবন, মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত।
শরীর ও মন ক্লান্ত এখন, পারছি না মা, যুঝতে।
এ কি তোমার করাল লীলা! তাও পারি না বুঝতে।

তোমার পায়ে ঢেলে আমার চোখের জল আর ভক্তি—
বলছি, মাগো, বাড়াও সবার রোগ-প্রতিরোধশক্তি।
সবার দেহের কোষে কোষে, শক্তিরূপা মাগো,
ভাইরাসদের করতে নিধন এবার তুমি জাগো।

অস্ত্রহাতে রুদ্রাণী মা, রক্ষা করো সন্তানে।
দুর্জয়া মা, জাগো এবার আতঙ্কিত সব প্রাণে।
মা অভয়া, দাও আরোগ্য, সাহস, ভক্তি, অটুট বল।
এ-দুর্দিনে ভরসা কেবল তোমার অভয় চরণতল।

শারদ শুভেচ্ছা : চন্দ্রাবতী নন্দী